সূরা আত্ তাক্ভীর-৮১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে কিংবা সম্ভবত এর কিছু পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে কিয়ামত বা 'পুনরুত্থানের' বিষয় এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজ জনগণের মাঝে যে মহা বিপ্লব এনেছিলেন (যাকে কুরআনের ভাষায় 'পুনরুত্থান' বলা হয়েছে) তা বর্ণিত হয়েছে। এ 'পুনরুত্থান' পৃথিবীতে দুবার সংঘটিত হবার কথা ছিল। প্রথমে মহানবী (সাঃ) এর স্বয়ং আগমনের মাধ্যমে, অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁর (সাঃ) প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কুরআনের ৬২ঃ৪ আয়াতে। ইসলামের দুর্দিনে প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে ইসলামের পুনরুত্থানের ও পুনর্জাগরণের যে আশ্বাসবাণী রয়েছে এবং যে সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তন সে সময়ে সংঘটিত হওয়ার কথা, এ সূরাতে তারই একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সূরাটি ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য পরিবর্তনগুলোর বর্ণনা দানের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে এবং তখনকার মুসলিম-বিশ্বের নৈতিক অধঃপতন ও তার কারণসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছে। শেষ দিকে তাদেরকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনিয়ে সূরাটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অবশেষে মুসলমানদের অধঃপতনের রাতের অবসান হয়ে যাবে এবং তাদের কৃতকার্যতার প্রভাত পুনরায় উপস্থিত হবে। কেননা ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্‌র শেষ ধর্ম হওয়ায় সগৌরবে টিকে থাকতেই এসেছে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আত্ তাক্‌ভীর-৮১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। ক.আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। সূর্যকে যখন ঢেকে দেয়া হবে[৩২৬১] اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ②

৩। এবং তারকারা যখন ম্লান হয়ে যাবে[৩২৬২] وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ③

৪। এবং খ.পাহাড়পর্বতকে যখন স্থানচ্যুত করা হবে[৩২৬৩] وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ④

৫। এবং দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে যখন অযত্নে পরিত্যাগ করা হবে[৩২৬৪] وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ⑤

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৮ঃ৪৮; ৫২ঃ১১; ৭৮ঃ২১।

৩২৬১। সাধারণত বিশ্বাস করা হয়, এ সূরাটি কেবলমাত্র মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের সে বিষয়টি আলোচনা করেছে যখন প্রকৃতির নিয়ম-কানুন স্তব্ধ হয়ে থেমে যাবে। কিন্তু সূরাটির সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মর্মবাণী এতই পরিষ্কারভাবে ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছে যে এ সূরাটিকে কেবলমাত্র পারলৌকিক চূড়ান্ত পুনরুত্থানের প্রতি আরোপ করলে কয়েকটি আয়াতের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে বস্তু-জগতে ও মানব জীবনে মহানবী (সাঃ) এর সময়ের পরে বিশেষত আমাদের যুগে যে সকল মহাপরিবর্তন আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে, এ সূরাটিতে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থঃ আধ্যাত্মিক অন্ধকার যখন বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে, আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী-সাঃ) এর আলো যখন মানুষের দৃষ্টিতে ম্লান হয়ে আসবে অথবা প্রায় তিরোহিত হয়ে যাবে। আয়াতটির অন্য একটি অর্থ এরূপ হতে পারেঃ নবী করীম (সাঃ) এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে একই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ঘটবে, যা (নিদর্শন হিসাবে) পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি অবধি আর কখনো ঘটেনি (কুতনী, পৃঃ ১৮৮)। এ চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ ১৮৯৪ সালের রমযান মাসে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছে।

৩২৬২। 'আন্ নাজম' (তারকা) বলতে ধার্মিক উলামাকে বুঝিয়েছে। এ অর্থ মহানবী (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তাদের মধ্যে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে সৎপথ পাবে' (বায়হাকী)। অতএব আয়াতটির এরূপ অর্থ হতে পারেঃ যখন ধর্মীয় নেতাগণের পদস্খলন ঘটবে এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমে যাবে। আয়াতটিতে ধর্মীয় সংস্কারকের আগমন কালে ব্যতিক্রমী সংখ্যায় উল্কাপাতের যে ঘটনা ঘটে থাকে–সে কথার প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে।

৩২৬৩। যখন পাহাড়গুলোকে ডিনামাইট দিয়ে বিধ্বস্ত করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হবে। রূপকভাবে নিলে অর্থ দাঁড়াবেঃ শাসকবর্গের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যাবে। 'জাবাল' শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড় জামাআত, বা সংঘবদ্ধদল (মুফরাদাত, মুনজিদ ও লেইন)।

৩২৬৪। 'উশারাহ্' শব্দের বহুবচন 'ইশার্'। 'উশারাহ্' মানে দশ মাসের গর্ভবতী উট্‌নী। 'ইশার' বলতে ঐ সকল উট্‌নীকে বুঝায় যারা এখনো বাচ্চা প্রসব করেনি কিংবা যারা আসন্ন-প্রসবা (মুফরাদাত, লেইন)। আয়াতটির অর্থঃ যখন আরবের মত মরু দেশেও উট্‌নীর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, যান-বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যান-বাহন, যেমন মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি এর স্থান দখল করে নিবে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর একটি হাদীসে উটের যায়গায় অন্য যান-বাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছেঃ 'উট পরিত্যক্ত হবে এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে না' (মুসলিম)।

৬। এবং বন্য জীবজন্তুদের যখন একত্র করা হবে[৩২৬৫] وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٦﴾

৭। [ক]এবং নদী ও সাগরগুলোকে (নিয়ন্ত্রিত করে একটিকে অন্যটির মধ্যে) যখন প্রবাহিত করে দেয়া হবে[৩২৬৬] وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٧﴾

৮। এবং (বিভিন্ন জাতির) লোকদের যখন একত্র করে দেয়া হবে[৩২৬৭] وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٨﴾

৯। এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যা (সন্তানদের) সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٩﴾

১০। 'কোন্ অপরাধে (তাদের) হত্যা করা হয়েছে?★[৩২৬৮] بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿١٠﴾

১১। এবং পুস্তকপুস্তিকা যখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হবে (এবং) ছড়িয়ে দেয়া হবে[৩২৬৯] وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾

১২। এবং আকাশের আবরণ যখন খুলে ফেলা হবে[৩২৭০] وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٢﴾

১৩। এবং জাহান্নামকে যখন উত্তপ্ত করা হবে[৩২৭১] وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৫২ঃ৭; ৮২ঃ৪।

৩২৬৫। মূল শব্দ 'হুশিরা' এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। (মুফরাদাত মুনজিদ লেইন)। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ যখন বন্য জন্তু-জানোয়ার ও পশু-পাখীকে চিড়িয়াখানায় একত্র করা হবে, অথবা যখন আদিবাসী লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে এনে নাগরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করা হবে, অথবা যখন তাদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

৩২৬৬। আয়াতের অর্থঃ যখন সেচ কার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী বা সমুদ্র থেকে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হবে; অথবা খাল কেটে বিশাল নদী ও সমুদ্রগুলোকে সংযুক্ত করা হবে, 'সুজ্জিরা' শব্দটির মধ্যে এ সব অর্থই রয়েছে (মুফরাদাত মুনজিত লেইন)।

৩২৬৭। যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত উন্নত হবে যে অতি দূর-দূরান্তরের ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করবে এবং এ সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মত একত্র হবে। এ আয়াতের অন্য তাৎপর্যঃ সমমনা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোকেরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করবে।

৩২৬৮। বালিকাদের পুড়িয়ে মারা বা জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুঁতে রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের আইন প্রণীত হবে।
★[৯ ও ১০ আয়াতে ভবিষ্যতের সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা অনেক ক্ষেত্রে নিজ সন্তানদের ওপর পিতামাতার অধিকার দিতে অস্বীকার করবে। এ আয়াতে বর্ণিত ব্যাপকতর বিষয়টি এ যুগে এত নিখুঁতভাবে পূর্ণ হয়েছে যে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করা দূরে থাক পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তানদের প্রতি কোন ধরনের বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে প্রমাণিত হলেও এসব সরকার সন্তানসন্ততিদেরকে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৬৯। এ আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এটা শেষ যুগের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র।

৩২৭০। শেষ যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান যে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করবে আলোচ্য আয়াত এর প্রতি ইঙ্গিত করছে। বিজ্ঞানের এ শাখা গত এক শতাব্দীতে যে উন্নতি লাভ করেছে তা মানুষকে হতবাক করে দেয়।

৩২৭১। মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে যে আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে, যার ফলে মহাবিধ্বংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের উপর দোযখের আযাবের মত নেমে আসবে।

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٤﴾

১৪। [ক]এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে[৩২৭২]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٥﴾

১৫। [খ]তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ে এসেছে তা সে জানতে পারবে[৩২৭৩]।

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬। অতএব সাবধান! যারা গোপন অভিযান চালিয়ে সরে পড়ে আমি তাদেরকে সাক্ষীরূপে পেশ করছি,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٧﴾

১৭। অর্থাৎ নৌযানগুলোকে, (যেগুলো) লুকানোর সময় (অথবা লুকানোর স্থানে) লুকিয়ে পড়ে।[৩২৭৪]

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٨﴾

১৮। আর রাতকে (আমি সাক্ষীরূপে পেশ করছি) যখন এর সমাপ্তি ঘটবে

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٩﴾

১৯। [গ]এবং ভোরকেও (সাক্ষীরূপে পেশ করছি) যখন এতে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি হবে[৩২৭৫]।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٢٠﴾

২০। [ঘ]নিশ্চয় এ (কুরআন এমন) এক সম্মানিত রসূলের (প্রতি অবতীর্ণ) বাণী[৩২৭৬],

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢١﴾

২১। (যে রসূল) শক্তিশালী (ও) আরশের মালিকের কাছে অতি মর্যাদাবান

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢٢﴾

২২। এবং অনুসরণীয় (এবং) একই সাথে (সে আরশের অধিপতির কাছে) বিশ্বস্তও[৩২৭৭]।

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٣﴾

২৩। [ঙ]আর তোমাদের এ সাথী (নিশ্চয়) উন্মাদ নয়।

দেখুন ঃ ক. ৫০ঃ৩২ খ. ৩ঃ৩১; ৮২ঃ৬ গ. ৭৪ঃ৩৫ ঘ. ৬৯ঃ৪১ ঙ. ৫২ঃ৩০; ৬৮ঃ৩।

৩২৭২। যেহেতু শেষ যুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিবে এবং ধন-সম্পদে ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে ওঠবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে।

৩২৭৩। আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশ তখন কার্যকরী হবে এবং মানুষের মন্দ কর্মের ফলে সর্বত্র প্রাকৃতিক মহা বিপর্যয় ঘটতে থাকবে।

৩২৭৪। শেষ যুগে মুসলমানরা তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান হারিয়ে ফেলবে । তারা (আল্লাহ্ ও রসূল-সাঃ-প্রদত্ত পথ ও পন্থা ছেড়ে) স্বকীয় চিন্তা-প্রসূত ভ্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে তাড়াহুড়া করে তা বাস্তবায়নে লেগে যাবে, অথবা নৈরাশ্যের কারণে সৃজনশীল, গঠনমূলক প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকবে। (এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা ডুবো জাহাজ এর ভবিষ্যদ্বাণীও প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সূরার ভূমিকা ও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উর্দূ অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

৩২৭৫। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার রাত্রি কেটে যাবে এবং ইসলামের আকাশে উন্নতি ও অগ্রগতির এক নতুন ভোরের উদয় হবে যা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সূর্যের আকারে সারা বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করবে।

৩২৭৬। 'সম্মানিত রসূল' বলতে এখানে রসূলে পাক (সাঃ)কে বুঝিয়েছে, ফিরিশ্‌তাগণের সর্দার জিবরাঈল (আঃ)কে বুঝায় নি, যেরূপ সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে।

৩২৭৭। ২০ থেকে ২২ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে পাঁচটি গুণ, যথাঃ সম্মানিত রসূল, শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে অতি মর্যাবান, অনুসরণীয়, আরশের মালিকের কাছে বিশ্বস্ত, এ পাঁচটি গুণবাচক নামই নবী করীম (সাঃ) এর জন্য প্রযোজ্য।

২৪। ক.নিশ্চয় সে তাকে[৩২৭৮] সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।★

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٤﴾

২৫। আর সে অদৃশ্য বিষয় (বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) কৃপণ নয়[৩২৭৯]।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৬। খ.আর এ (বাণী) বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৭। তবুও তোমরা চলেছ কোথায়?

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। গ.এতো কেবল বিশ্বজগতের জন্য এক মহা উপদেশবাণী,

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। তার জন্য যে তোমাদের মাঝে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে চায়।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٩﴾

১ [৩০] ৬ ৩০। ঘ.আর কেবল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই[৩২৮০] তোমরা (তা) চাইতে পার।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ ع

দেখুন ঃ ক. ৫৩ঃ১৪ খ. ২৬ঃ২১১ গ. ১২ঃ১০৫; ৩৮ঃ৮৮ ঘ. ৭৪ঃ৫৭; ৭৬ঃ৩১।

৩২৭৮। 'হু' (তাকে) সর্বনামটি দ্বারা ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে কিংবা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে বুঝাতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হবে, ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ১৯নং আয়াতে দেয়া হয়েছে তিনি তার পূর্ণতাকে দেখলেন।

★[আয়াত ২৩ ও ২৪ এর অর্থ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা:) নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেননি, বরং সত্যি সত্যি তিনি জিবরাঈল (আ:)কে এক সুস্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩২৭৯। আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে বড় বড় গুপ্ত রহস্যের বহু তত্ত্ব ও তথ্যাবলী বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছেন।

৩২৮০। যে সত্যকে পাবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে নিজের চাওয়াকে খাপ খাইয়ে নেয়, সে ব্যক্তিই কেবল সঠিক ধর্মপথের সন্ধান পায় এবং সে সঠিক পথে পরিচালিত হয়।